194503 - আমাদরে কাছে যে সম্পদ ও নয়োমত পৌঁছে সবই আল্লাহ্র দয়ো রযিকি; হোক না সটো আমরা নজি হাতে কামাই করি কংিবা অন্য কউে আমাদরেকে প্রদান করে

প্রশ্ন

আমি জানি যে, আল্লাহ্ আমাদরে রযিকি লপিবিদ্ধ করে রখেছেনে। কন্িতু রযিকিরে মধ্যে কি কি অন্তর্ভুক্ত? যে সম্পদ আমরা নজিে কামাই করি ও নজি হাতে উপার্জন করি শুধু সগেুলো? নাকি আমাদরে আত্মীয়-স্বজন ও অন্যদরে পক্ষ থকেে আমরা যে উপহারগুলো পাই সগেুলোও কি এর মধ্যে পড়বে? শষেোক্ত প্রকারটওি কি রযিকিরে অন্তর্ভুক্ত?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আল্লাহ্ তাআলার নামসমূহরে মধ্যে রয়ছেে الرَّزَّاق(আর-রাজ্জাক— রযিকিদাতা)। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: ‘আর আমি জ্বনি-ইনসানকে সৃষ্টি করছেি কবেল আমারই ইবাদত করার জন্য। আমি তাদরে কাছে কোন রযিকি চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। নশ্চিয় আল্লাহ; তনিি প্রকৃষ্টভাবে রযিকিদাতা, প্রবল শক্তধির, পরাক্রমশালী।’[সূরা যারয়িাত, আয়াত: ৫৬-৫৮]

আরবী الرَّزَّاقশব্দটি ইসমুল ফায়লে رَازِق থকেে اسم المبالغة (বাহুল্য প্রকাশক শব্দ) হসিবেে গঠতি। যার অর্থ হচ্ছে- অধকি দাতা।

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদরে জন্য যা কছিু তাকদীর (নর্িধারণ) করে রখেছেনে, যা কছিু তনিি তাঁর ভাণ্ডার থকেে তাদরে জন্য নাযলি করছেনে; যমেন- সম্পদ, সন্তান, স্ত্রী, জ্ঞান, কর্ম, চরত্রি ও স্বাস্থ্য... সবই আল্লাহ্র পক্ষ থকেে বান্দার জন্য রযিকি। চাই সগেুলো তাদরে নজিদেরে কামাই হোক; কংিবা তারা ওয়ারশিসূত্রে পয়েে থাকুক কংিবা উপহাররে মাধ্যমে তাদরে কাছে পৌঁছুক। চাই সগেুলো হালাল হোক কংিবা হারাম হোক। সবই আল্লাহ্র পক্ষ থকেে বান্দার জন্য রযিকি।

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: ‘আর আসমানে রয়ছেে তোমাদরে রযিকি ও প্রতশ্রিুত সব কছিু।’[সূরা যারয়িাত, আয়াত: ২২] তনিি আরও বলনে: ‘আর তোমাদরে কাছে যে সব নয়োমত রয়ছেে তা তো আল্লাহ্রই কাছ থকেে;’[সূরা নাহল, আয়াত: ৫৩]

কোন বান্দার কাছে অন্যরে কাছ থকেে যা কছিু পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সটোকে রযিকি হসিবেে অভহিতি করছেনে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে:

‘যে ব্যক্তকিে আল্লাহ্ এই সম্পদ থকেে কোন কছিু (কারো কাছ) চাওয়া ব্যতীত প্রদান করছেনে সে সটো গ্রহণ করুক। কারণ সটো আল্লাহ্র রযিকি; আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা সটো তার দকিে টনেে এনছেনে।’[মুসনাদে আহমাদ (৭৯০৮), আলবানী ‘সহহিুল জামে’ গ্রন্থে (৫৯২১) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

কা’কা’ বনি হাকমি থকেে বর্ণতি আছে যে, আব্দুল্লাহ্ বনি উমররে (রাঃ) কাছে আব্দুল আযযি বনি মারওয়ান এই মর্মে চঠিি লখিনে যে, আমার কাছে আপনার প্রয়োজন পশে করুন। বর্ণনাকারী বলনে, তখন আব্দুল্লাহ্ বনি উমর (রাঃ) জবাবে লখিনে: আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেি তনিি বলনে: ‘আপনি যাদরে খরপোষ চালান তাদরে দয়িে শুরু করুন। উপররে হাত নীচরে হাতরে চয়েে উত্তম।’’ আমি ধারণা করি উপররে হাত হচ্ছ— দানকারী হাত; আর নীচরে হাত হচ্ছ— অনুদানপ্রার্থী হাত। আমি আপনার কাছে কোন কছিুর প্রার্থনাকারী নই এবং আল্লাহ্ আপনার পক্ষ থকেে কোন কছিু আমার কাছে টনেে আনলে সটোকে প্রত্যাখানকারীও নই।’’[মুসনাদে আহমাদ (৬৪০২), মুসনাদরে মুহাক্কিগণ হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

বাইহাক্বী বলনে: “আবু সুলাইমান বলনে; (যা তাঁর পক্ষ থকেে আমার কাছে বর্ণনা করা হয়ছে): الرَّزَّاق (আল-রাজ্জাক) হলনে: রযিকিরে দায়ত্বিগ্রহণকারী এবং প্রত্যকে প্রাণীর খাদ্যরে দায়ত্বিগ্রহণকারী; যে খাদ্য তার মরেুদণ্ডকে সোজা রাখে।

তনিি আরও বলনে: প্রত্যকে যা কছিু তাঁর পক্ষ থকেে তার কাছে পৌঁছ; সটো বধৈ হোক কংিবা অবধৈ হোক— সটো আল্লাহ্র দয়ো রযিকি। অর্থাৎ আল্লাহ্ সটোকে তার জন্য খাদ্য ও জীবকিা বানয়িছেনে।’’[আল-আসমা ওয়াল হুসান (১/১৭২) থকেে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা বলনে:

“রযিকি শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয় যা আল্লাহ্ বান্দার জন্য বধৈ করছেনে ও তাকে যটোর মালকি বানয়িছেনে। এছাড়া যা কছিুকে বান্দা খাদ্য হসিবেে গ্রহণ করে রযিকি দ্বারা সটোকওে বুঝানো হয়।

প্রথমটরি উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী: وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ (এবং আমরা তোমাদরেকে যে রযিকি দয়িছেি তা থকেে ব্যয় কর) এবং তাঁর বাণী: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (এবং আমরা তাদরেকে যে রযিকি দয়িছেি তা থকেে ব্যয় কর)[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ৩] এই প্রকাররে রযিকি হলো হালাল। যহেতেু মদ ও হারাম জনিসি কারো মালকিানায় প্রবশে করে না।

আর দ্বতিীয়টরি উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (আর যমীনে বচিরণকারী সবার রযিকিরে দায়ত্বি আল্লাহ্রই।)[সূরা হুদ, আয়াত: ৬] আল্লাহ্ তাআলা পশুকওে রযিকি দনে। কন্তিু এ কথা বলা যায় না যে, ‘পশু সইে রযিকিরে মালকি’ কংিবা ‘আল্লাহ্ পশুর জন্য আইনগতভাবে সটোকে বধৈ করছেনে’। কনেনা পশুদরে উপর কোন শরয়ি দায়ত্বি আরোপ করা হয়নি; যমেনভিাবে শশিু ও পাগলদরে উপর কোন দায়ত্বি আরোপ করা হয়নি। তাই সইে রযিকি পশুদরে

মালকিানাধীন নয় কংিবা তাদরে জন্য হারামও নয়।

হারাম হলো: বান্দা খাদ্য হসিবে গ্রহণ করে এমন কছিু জনিসি। এগুলো ঐ রযিকিরে অন্তর্ভুক্ত যটোর ব্যাপারে আল্লাহ্ পূর্ব থকেইে জাননে য,ে বান্দা এটাকে খাদ্য হসিবে গ্রহণ করবে এবং তনিইি এটা তাকদীর (নর্িধারণ) করে রখেছেনে। এই রযিকি যা তার জন্য হালাল করছেনে ও তাকে যটোর মালকি বানয়িছেনে সটোর বপিরীত।

সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিে ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে য,ে তনিি বলনে: ‘তোমোদরে সৃষ্টরি উপাদানকে নজি মায়রে পটেে একত্রতি করা হয়— চল্লশি দনি পর্যন্ত বীর্যরূপ,ে অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরণিত হয় অনুরূপ সময়।ে এরপর তা গোশতপনি্ডে পরণিত হয় অনুরূপ সময়।ে এরপর আল্লাহ একজন ফরেশেতাকে প্ররেণ করনে। ফরেশেতাকে চারটি বষিয়ে আদশে দয়ো হয়। তাঁকে লপিবিদ্ধ করতে বলা হয়: তার আমল, তার রযিকি, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হব;ে নাকি নকেকার হব।ে অতঃপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দয়ো হয়। সইে সত্তার শপথ যার হাতে রয়ছেে আমার প্রাণ! তোমোদরে মধ্যে কউে জান্নাতরে অধবিাসীর আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে য,ে তার ও জান্নাতরে মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাক।ে এরপর তাকদীররে লখিন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মত আমল করতে থাক;ে অবশষেে সে জাহান্নামে প্রবশে কর।ে আর তোমোদরে মধ্যে কোন ব্যক্তি জাহান্নামবাসীর কর্ম করতে থাক।ে এক পর্যায়ে তার ও জাহান্নামরে মাঝে মাত্র একহাত ব্যবধান থাক।ে তখন ভাগ্যলপিি তার উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জান্নাতীদরে ন্যায় আমল করতে থাক।ে অবশষেে সে জান্নাতে প্রবশে কর।ে”

হারাম রযিকিও আল্লাহ্ কর্তৃক তাকদীরকৃত, যা ফরেশেতারা লপিবিদ্ধ করে রখেছেনে এবং যা আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সৃষ্টকির্মরে অন্তর্ভুক্ত। তদুপরি তনিি সটোকে হারাম করছেনে এবং সটো থকেে নষিধে করছেনে। তাই হারাম রযিকি উপার্জনকারীর জন্য আল্লাহ্র গজব, নন্দিাবাদ ও শাস্তি; যতটুকু সে প্রাপ্য। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

[মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৫৪৫) থকেে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।